যায়যায়দিন
১৯৮৪ থেকে
Dhaka ■ Thursday ■ 28 August 2008

মঙ্গা নিরসনে করণীয়

ড. এম আজিজুর রহমান

জনাধিক্য সমস্যায় জর্জরিত বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ জনপদের মধ্যে অন্যতম হলো বাংলাদেশ। জনসংখ্যার তুলনায় বদ্বীপ আকৃতির এই দেশটি আয়তন খুবই কম। মাত্র ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার। ২০০১ সালের আদমশুমারির তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১২,৮৩,৫৫,২৬৩ জন। গত সাত বছরে এ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১৪ কোটিতে পৌঁছেছে। এখন বাংলাদেশের প্রতি বর্গকিলোমিটার এলাকায় বসবাসরত মানুষের সংখ্যা প্রায় ৯৫০ থেকে ১০০০ এর কাছাকাছি। সম্পূর্ণ দেশটির অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। বাংলাদেশের এক চতুর্থাংশ জনপদ ও এক চতুর্থাংশ জনসংখ্যা নিয়ে উত্তর বাংলার ব্যাপ্তি। পদ্মা ও যমুনা বেষ্টিত উত্তর বাংলা একটি কৃষিপ্রধান অঞ্চল। এ এলাকায় চোখে পড়ার মতো কোনো শিল্পকারখানা বা সেবামূলক খাত নেই। গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী ও রংপুর এই পাঁচটি জেলা নিয়ে গঠিত বৃহত্তম রংপুর। অতি সম্প্রতি এ এলাকাটি বাংলাদেশের সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত মঙ্গাপীড়িত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

মঙ্গার কারণ

ওপরের আলোচনা থেকে মঙ্গার কারণসমূহ বোধগম্য হওয়া কঠিন নয়। মূলত প্রধান তিনটি কারণে মঙ্গার সূত্রপাত ঘটে। প্রথমত মঙ্গাপীড়িত এলাকার আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য, কর্মসংস্থানের সুষম বণ্টন ও কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা। দ্বিতীয়ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অভাব ও স্থবিরতা। তৃতীয়ত বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মঙ্গাপীড়িত এলাকায় চাকরি ও কর্মসংস্থানের অভাব এবং দারিদ্র্যপীড়িতদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান ও সুযোগের অভাব। এ কারণগুলো দূর করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।

মঙ্গা নিরসনে বর্তমান কার্যক্রম

মঙ্গা নিরসনে বাংলাদেশ সরকার, সরকারের বিভিন্ন সংস্থা, এনজিওসহ বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নানাবিধ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে ব্যতিব্যস্ত আছে। সরকারি ও বেসরকারি কার্যক্রমগুলো নিচে তুলে ধরা হলো :

সরকারি কার্যক্রম

কেন্দ্রীয় সরকার ও সরকারের বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্থা যেমন উপজেলা, ইউনিয়ন পরিষদ, ভিজিএফ এবং সশস্ত্রবাহিনী বিভিন্নভাবে মঙ্গা নিরসনে কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে। বিভিন্ন প্যাকেজ প্রোগ্রামের মাধ্যমে ভিজিপি সত্যিকারের দারিদ্র্যপীড়িতদের দোর গোড়ায় সুবিধা পৌঁছানোর চেষ্টা করছে। জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদ বিচ্ছিন্নভাবে ক্ষুদ্র আকারে হলেও মঙ্গা নিরসনে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারের আঞ্চলিক সংস্থাসমূহের কর্মকাণ্ড মূল্যায়নের জন্য কোনো কোনো এলাকায় সশস্ত্রবাহিনী তদারকি করছে।

এনজিও ও বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রম

বিভিন্ন এনজিও ও বেসরকারি সংস্থা মঙ্গা নিরসনে কাজ করছে। পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF) ও সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (SDF)সহ বেশকিছু এনজিও মঙ্গা নিরসন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছে। পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন কোনো কোনো এলাকায় Seed Money দিয়ে সহায়তা করছে। এছাড়া এ ফাউন্ডেশন আর্থ-সামাজিক ও খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে দারিদ্র্যপীড়িতদের যোগাযোগ ঘটিয়ে দিচ্ছে।

বর্তমান কার্যক্রমের মূল্যায়ন

মঙ্গা নিরসনে বাংলাদেশ সরকার প্রশংসনীয়ভাবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কার্যক্রমগুলো সফলতার মুখ দেখছে না। তামাক চাষ, মৎস্য চাষ, মুরগির বাচ্চা পালন, কাজের বিনিময়ে অর্থ প্রদান, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ সরকারের অগ্রাধিকারভিত্তিক বিভিন্ন প্রকল্পের আওতাভুক্ত। কাজের বিনিময়ে অর্থ প্রদানকে অনেকেই মঙ্গা নিরসনের একটি সার্থক উপায় বলে মনে করেন। কারণ এ কার্যক্রমের ফলে গত দু'বছরে সংশ্লিষ্ট এলাকার কোনো মানুষকে না খেয়ে জীবন বিপন্ন হতে দেখা যায়নি। সরকারি সংস্থাগুলো ভর্তুকি মূল্যে মঙ্গাপীড়িত এলাকায় চাল বিক্রয় এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ত্রাণ বিতরণ করে থাকে। সরকারের সঙ্গে এনজিও ও বেসরকারি সংস্থা ত্রাণসামগ্রী বিতরণ কার্যক্রমে সহায়তা করলেও সামগ্রিকভাবে মঙ্গা নিরসনে পূর্ণ সফলতা অর্জন করা এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। তাই মঙ্গা নিরসনে গৃহীত কার্যক্রমগুলো যথেষ্ট কি না, মানসম্পন্ন কি না, বা সেগুলোর সুষম বণ্টন হচ্ছে কি না, প্রকৃত দারিদ্র্যপীড়িতদের দোরগোড়ায় এসব সুযোগ পৌঁছাচ্ছে কি না, এ সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট সরকারি বেসরকারি সংস্থার জবাবদিহিতা আছে কি না ইত্যাদি অনেককিছুই খতিয়ে দেখার বিষয় আছে।

মঙ্গা নিরসনে দীর্ঘমেয়াদি বাস্তবমুখী পদক্ষেপ

মঙ্গাপীড়িতদের কষ্টসাধ্য জীবন লাঘবে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি আঞ্চলিক সংগঠনগুলো বিভিন্নভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া সত্ত্বেও বিগত প্রায় এক দশক ধরে এ অভিশাপ থেকে বের হয়ে আসা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ এ ব্যাপারে যেসব কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে তার প্রায় সবই তাৎক্ষণিক ও অস্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে। দীর্ঘমেয়াদি কোনো পরিকল্পনাই আজ পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়নি। তাই মঙ্গা নিরসনে সফলতা অর্জনের জন্য স্থায়ী সমাধানের বন্দোবস্ত করা দরকার। স্থায়ী সমাধানকল্পে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

কৃষি উন্নয়ন

বৃহত্তর রংপুরসহ সমগ্র উত্তর বাংলা একটি কৃষিপ্রধান অঞ্চল। উন্নয়নের প্রথম ধাপ হিসেবে ব্যাপকভাবে

উত্তরাঞ্চলের গ্যাস, বিদ্যুৎ ও উদ্যোক্তার অভাবে শিল্পকারখানা প্রায় নেই বললেই চলে। দীর্ঘমেয়াদি কর অবকাশ সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে পোশাক শিল্প স্থাপনসহ উত্তরাঞ্চলের প্রতিটি জেলা শহরে বিসিক শিল্প নগরী স্থাপন করার মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা দরকার। রংপুর, দিনাজপুর, গাইবান্ধা এবং সৈয়দপুর, নীলফামারীসহ প্রস্তাবিত ইপিজেড এলাকায় তিতাস গ্যাসের লাইন স্থাপন করে গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা গেলে আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণসহ শিল্পায়নে তা সহায়ক হবে।

কৃষি উন্নয়ন ঘটাতে হবে এ জন্য কৃষি গবেষণার ওপর জোর দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট এলাকার মাটির বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে উচ্চফলনশীল ধান, গম, ভুট্টা, খাদ্যশস্যসহ পশুখাদ্য, শাকসবজি আবাদের ব্যবস্থা করতে হবে। যে কোনো দেশেই কৃষি উন্নয়ন ও পানি সম্পদের ব্যবহার ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পদ্মা, যমুনা ও তিস্তা নদীর ওপর শক্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ দিতে হবে এবং যমুনা নদীর বাঁধ সুদূর উত্তরপ্রান্ত থেকে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। সেই সঙ্গে কৃষি সেচের পানি সারা বছর সংরক্ষণ করে রাখার জন্য ব্যারেজ নির্মাণ করতে হবে। উচ্চফলনশীল বীজ, সার, কীটনাশক, পানি সেচের জন্য ডিজেলের সুলভ মূল্যে প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। হাঁস মুরগি, মৎস্য চাষ, দুগ্ধ খামার ও গবাদি পশুপালনের জন্য প্রান্তিক কৃষকদের অল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। উত্তরাঞ্চলের কৃষির উন্নয়নের জন্য বরেন্দ্র প্রকল্প জোরদার করতে হবে।

শিক্ষা উন্নয়ন

দারিদ্র্য বিমোচনে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় মঙ্গা এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুবই কম। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে বাংলাদেশে শিক্ষার হার ৬৫% সেখানে উত্তরা বাংলার শিক্ষার হার কম বেশি ৫০%-এর কাছাকাছি। মঙ্গাপীড়িত বৃহত্তর রংপুরের শিক্ষার হার মাত্র ৩৮%। শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য এনজিও কর্তৃক পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম বৃদ্ধি ও জোরদার করতে হবে। এমপিওভুক্ত নয় এমন সব স্কুল, কলেজ, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা কেন্দ্রকে এমপিও এর আওতায় আনতে হবে। রংপুরে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সরকারের সিদ্ধান্তকে এলাকাবাসী স্বাগত জানিয়েছে। পিছিয়ে পড়া এ জনপদের উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট এলাকায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা-প্রশাখা স্থাপনের কথা ভাবা যেতে পারে।

শিল্প উন্নয়ন

উত্তরাঞ্চলের গ্যাস, বিদ্যুৎ ও উদ্যোক্তার অভাবে শিল্পকারখানা প্রায় নেই বললেই চলে। দীর্ঘমেয়াদি কর অবকাশ সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে পোশাক শিল্প স্থাপনসহ উত্তরাঞ্চলের প্রতিটি জেলা শহরে বিসিক শিল্প নগরী স্থাপন করার মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা দরকার। রংপুর, দিনাজপুর, গাইবান্ধা এবং সৈয়দপুর, নীলফামারীসহ প্রস্তাবিত ইপিজেড এলাকায় তিতাস গ্যাসের লাইন স্থাপন করে গ্যাসের সরবরাহ নিশ্চিত করা গেলে আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণসহ শিল্পায়নে তা সহায়ক হবে। শিল্পখাতে কর্মসংস্থান, নিয়োগ ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির কারণে কৃষিদ্রব্যের দাম ও চাহিদা উভয়ই বেড়ে যাবে। সার্বিকভাবে আঞ্চলিক উন্নয়নের স্বার্থে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিকল্পে কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন সমান্তরালভাবে করতে হবে।

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন

উত্তরাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা আশানুরূপ নয়। যে কোনো অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য ওই অঞ্চলের সঙ্গে দেশের অন্যান্য এলাকার যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উত্তরাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে যমুনা ব্রিজ থেকে বগুড়া পর্যন্ত মিটার গেজ রেল লাইন স্থাপন করা দরকার। একইসঙ্গে ঢাকা থেকে দিনাজপুর পর্যন্ত বিস্তৃত প্রধান সড়কে অবস্থিত ব্রিজ ও কালভার্টের সংস্কার করা প্রয়োজন। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ দিতে পারলে বাঁধের ওপর দিয়ে স্থল যোগাযোগের রাস্তাঘাট তৈরি হবে, অন্যদিকে নদী খনন করে নৌপথে নৌযানসহ ছোট ছোট জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হলে সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষ তাদের উৎপাদিত কৃষিদ্রব্য ও পণ্য দেশের বিভিন্ন এলাকায় পরিবহন করে ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করতে পারবে এবং বিভিন্ন এলাকার সঙ্গে ব্যবসায়িক লেনদেন করতে পারবে।

সেবামূলক খাতের সম্প্রসারণ

যে কোনো অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য সেবামূলক খাতের সম্প্রসারণ গুরুত্বপূর্ণ। উত্তর বাংলা বিশেষ করে মঙ্গাপীড়িত এলাকায় সেবামূলক খাতের জোগান ও সমৃদ্ধি খুবই অপ্রতুল। ব্যাংক, বীমা ইনস্যুরেন্স সুবিধা না থাকায় সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষ মঙ্গাপীড়িত সময়ের জন্য সঞ্চয় করতে পারে না। তাছাড়া হাসপাতাল স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অপর্যাপ্ততার কারণে মা-শিশুসহ অপরাপর জনগোষ্ঠী স্বাস্থ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ অবস্থা উৎপাদনশীল জনগোষ্ঠী গঠনে অন্তরায় সৃষ্টি করছে। তাই মঙ্গার দীর্ঘমেয়াদি সমাধান করতে ব্যাংক, বীমা, হাসপাতালসহ বিভিন্ন সেবামূলক খাত সম্প্রসারণ করতে হবে। এর মাধ্যমে কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হবে।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন

মঙ্গা নিরসনের বাস্তবমুখী পদক্ষেপ হিসেবে পেশাগত প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা প্রয়োজন। [illegible] প্রতিষ্ঠানে যাতে শ্রমিকসহ অন্যরা দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে পারে সেজন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। কৃষি উন্নয়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারিভাবে এনজিওদের সংশ্লিষ্টতার মাধ্যমে যুব প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করতে হবে। বিজিএমএইএ, বিটিএইএ এবং বিকেএমইএ এর সহায়তায় উত্তর বাংলাসহ মঙ্গা এলাকায় পোশাক শিল্প শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও কর্মশালা তৈরির কথা এখনো ভাবা যেতে পারে। এছাড়া আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন ক্ষুদ্র শিল্প যেমন হস্ত ও বুটিক শিল্প, বাঁশ বেত শিল্প, হাঁস মুরগি পালন মাশরুম চাষ, নার্সারি গড়ে তোলাসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারলে কর্মসংস্থানের সুষম বণ্টন হবে।

ক্ষুদ্রঋণ প্রদান

বিভিন্ন এনজিও ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে দারিদ্র্যপীড়িতদের সহায়তা দিয়ে থাকে। রংপুর, দিনাজপুর পল্লী সংস্থা (RDRS), রাজশাহী, কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (RAKUB) এবং PKSF, SDFসহ বিভিন্ন এনজিও উন্নয়নমূলক বিশেষ কার্যক্রম হাতে নিয়ে মঙ্গা মৌসুমে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করলে উদ্বৃত্ত শ্রম ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে এবং তা মঙ্গা নিরসনে সহায়ক হবে। ঋণের সুযোগ গ্রহণ করে তারা পরনির্ভরতা কাটিয়ে মঙ্গা মোকাবেলা করতে পারবে। মনে রাখতে হবে মঙ্গাপীড়িতদের এমন কোনো স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি নেই যার মাধ্যমে তার বন্ধকী ঋণ নিতে পারে। তাই অত্র এলাকায় স্বল্প সুদে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমকে সচল রাখতে হবে। এক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংক মডেল প্রয়োগের কথা ভাবা যেতে পারে। ঋণ প্রদানকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অংশগ্রহণমূলকভাবে মঙ্গাপীড়িতদের পাশে দাঁড়াতে হবে।

চাকরিতে বিশেষ কোটা প্রবর্তন

বাংলাদেশে জেলাভিত্তিক চাকরি কোটা প্রচলিত আছে। এছাড়াও উপজাতিদের জন্য জেলা কোটার বাইরে বিশেষ কোটা রয়েছে। মঙ্গাপীড়িত প্রায় এক কোটি জনগোষ্ঠী যা পুরো দেশের জনসংখ্যার ৭ শতাংশ তাদের দিকে সহানুভূতির দৃষ্টি দিয়ে জেলাভিত্তিক কোটা ছাড়াও বিশেষ কোটা পরিবর্তন করা দরকার। তাহলে বিভিন্ন দিক থেকে সুবিধাবঞ্চিত এলাকার জনগণের কিছুটা হলেও কর্মসংস্থানের সুবিধা পাবে।

মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদারকরণ

মঙ্গা নিরসনের পদক্ষেপ হিসেবে বর্তমানে যেসব সরকারি ও বেসরকারি কার্যক্রম চালু আছে সেগুলোর পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। মানসম্পন্ন ত্রাণ ও খাদ্যসামগ্রী বিতরণ এবং এর সুষম বণ্টন কার্যক্রম বেসরকারি সংস্থা, এনজিও ও ব্যক্তি গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। যদি গ্রহণযোগ্য একটি সমন্বয়কারী সংস্থার মাধ্যমে ত্রাণ বিতরণ, তদারকি ও এর সামগ্রিক মূল্যায়ন করা যায় তবে দক্ষ ব্যবস্থাপনায় ত্রাণসামগ্রীর সুষম বণ্টন নিশ্চিত হবে। বণ্টন ব্যবস্থায় গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করা গেলে বেসরকারি সংস্থাগুলোর মঙ্গাপীড়িত এলাকার চাহিদা মেটানোর জন্য আরো বেশি অর্থসংস্থানে উৎসাহিত হবে। ফলে মঙ্গা মোকাবেলায় বিদেশিদাতাদের ওপর নির্ভরশীলতা কমে যাবে।

একটি বিশেষ এলাকার বিশেষ সময়ে সৃষ্ট অবস্থার কারণে মঙ্গা দেখা দিলেও প্রকৃতপক্ষে এর ফলাফল ওই সময়ে ওই এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সারা বছর সংশ্লিষ্ট এলাকাসহ সারা দেশের উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তাই যে কোনো মূল্যেই এ অবস্থাকে প্রতিহত করে সমগ্র দেশকে উন্নয়নে অংশগ্রহণ করাতে হবে। মঙ্গা নিরসনে সরকারি ও বেসরকারি যেসব কর্যক্রম চালু আছে সেগুলো অপর্যাপ্ত হলেও সুষ্ঠু নীতিমালা ও তদারকির আওতায় সেগুলো চালিয়ে যেতে হবে। একইসঙ্গে মঙ্গার দীর্ঘমেয়াদি সমাধানকল্পে কৃষি শিক্ষা শিল্প ও যোগাযোগসহ বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়নের প্রদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। চালুকৃত বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি কার্যক্রম সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের প্রকল্পগুলো হাতে নিয়ে যদি সেগুলোর সফল বাস্তবায়ন ঘটানো যায় তবে নিকট ভবিষ্যতে মঙ্গা বিশেষ থেকে বৃহত্তর রংপুরকে মুক্ত করা যাবে এবং বৃহত্তর রংপুরসহ সমগ্র উত্তর বাংলা দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে একযোগে অংশগ্রহণ করে দেশকে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের পথে ধাবিত করবে।

ড. এম আজিজুর রহমান: চেয়ারম্যান, নর্থ বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট